করোনাকালে বাংলার কৃষক এবং কৃষির সম্ভাবনা

বিষয়ক গবেষণা

মে ২০২০

ডেভ্‌রেসোন্যান্স

DevResonance Ltd.

করোনাকালে বাংলার কৃষক এবং কৃষির সম্ভাবনা

গবেষণা উপদেষ্টা:
আফসান চৌধুরী- গবেষক, লেখক ও সাংবাদিক।

মূল গবেষণা:
মো: আমিনুর রহমান- সামাজিক অর্ন্তভূক্তি, কৃষি-ভূমি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিশ্লেষক
নাজমে সাবিনা- উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ এবং প্রধান নির্বাহি, ডেভরেসোন্যান্স

গবেষণা সহকারী
তানজিমা তাবাসসুম তৃষা, গবেষণা কর্মকর্তা, ডেভরেসোন্যান্স
মানসী রিচিল, গবেষণা কর্মকর্তা, ডেভরেসোন্যান্স
আব্দুল্লাহ আল সাকিব, গবেষণা কর্মকর্তা, ডেভরেসোন্যান্স

গবেষণাটি ডেভরেসোন্যান্স লি: এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত।

প্রকাশক: ডেভরেসোন্যান্স লি:
প্রকাশকাল: মে, ২০২০

সর্বস্বত্ব © ডেভরেসোন্যান্স লি:

Email: devresonance.bd@gmail.com; info@devresonance.com

Website: www.devresonance.com

সূচী

১. প্রারম্ভিক : ৪
২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি : ৫
৩. গবেষণার ফলাফল : ৬
৩.১ কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : ৬
৩.২ কৃষিজমি ও কৃষি উৎপাদন : ৭
৩.৩ করোনাপূর্বকালে কৃষকের সমস্যা : ৮
৩.৪ করোনাকালে কৃষকের ক্ষতি : ১০
৩.৫ করোনাকালে কৃষকের খোরাকী : ১৩
৩.৬ কৃষকের চাওয়া : ১৩
৪. করোনাকালে কৃষকের জন্য রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার এবং তার বাস্তবায়ন : ১৪
৫. পরিশেষ : ১৬

১. প্রারম্ভিক

এশিয়ার সবচেয়ে বড় ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন জনবহুল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কৌশলগতভাবে কৃষির জন্য খুবই উপযোগী। কৃষিভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতির উপর নির্ভর করে একসময় এদেশ ছিল সম্পদ ও প্রাচুর্যে ভরপুর। যুগের পর যুগ কৃষিই আমাদের অর্থনীতির মূল উপজীব্য। নানাসময়ে কৃষকেরা নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হলেও, বাংলার কৃষক তার পেশার সফলতা অর্জনে খুব কমই পরাস্ত হয়েছেন। প্রাকৃতিক দূর্যোগ, যুদ্ধ বিগ্রহ, লুণ্ঠন, পোকা-মাকড়ের আক্রমন ইত্যাদি নানা প্রতিকুলতার মধ্যেও কৃষক তার শস্য-আবাদ ও ফলন নিশ্চিত করেছেন। একথা যখন বলছি, তখন পৃথিবীজুড়ে করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে সকল জাতি-গোষ্ঠি যুদ্ধ করছে। এ এক নতুন ধরণের যুদ্ধ। যুদ্ধের অস্ত্র কি? পক্ষ ও প্রতিপক্ষ কারা? যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি? এরকম প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠকরা উপলব্ধি করতে পারছেন বোধ হয়। আমি শুধু এ যুদ্ধের ভিন্ন একটি চেহারা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র, আর তা হলো পৃথিবীজুড়ে মানুষের খাবার সংস্থান করার যুদ্ধ। ধনী হোক আর গরীব দেশ হোক দীর্ঘমেয়াদে খাবারের চাহিদা পূরণ কিভাবে হবে তার কোন নিশ্চয়তা ও নির্দেশনা নেই। দীর্ঘসময় ধরে গৃহবন্দী জীবন-যাপন, মানুষের কর্মহীনতা এবং ক্রমবর্ধমান হারে অবনতিশীল স্বাস্থ্য পরিস্থিতি পৃথিবীজুড়ে অন্য এক সংকটের সুচনা করবে। আর সেটি হচ্ছে প্রতিদিনের খাবার প্লেটে মৌলিক খাদ্য তালিকার খাবারের অভাব। এমন হতে পারে, অর্থ আছে, সম্পদ আছে কিন্তু খাবার নেই।

এদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য 'ভাত', আর যুগ যুগ ধরে বাঙালীর প্রধান উৎপাদিত শস্য 'ধান'। এখনো ধান চাষে গ্রাম বাংলার ৪৮ ভাগ মানুষের কর্মসংস্থান হয়। বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের যে অংশগ্রহণ তার অর্ধেক[১] এবং আমাদের জাতীয় আয়ের ছয়-ভাগের এক-ভাগ আসে ধান থেকে। দেশের ১ কোটি ৩০ লাখ পরিবার প্রতিবছর ১ কোটি ৫ লাখ হেক্টর একর জমিতে ধান চাষ করছে।[২] ধান উৎপাদিত জমির এ পরিমান গত ৫০ বছরে সামান্য একটু কমলেও, সুখবর হচ্ছে দেশে সামগ্রিকভাবে ধান উৎপাদনের পরিমান বেড়েছে। ১৯৭১-৭২ সালে ধান উৎপাদনের পরিমান ছিল প্রায় ১ কোটি ০৯ লাখ মেট্রিক টন, যা ২০০৯-১০ সালে ৩ কোটি ৩৮ লাখ মেট্রিক টন, ২০১৪-১৫ সালে ৩ কোটি ৪৭ লাখ মেট্রিক টন[৩] এবং ২০১৮-১৯ সালে এসে হয়েছে ৩ কোটি ৮৬ লাখ মেট্রিক টন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০১৮-১৯ সালে ৪৯ লাখ হেক্টর জমিতে ২.০৪ কোটি মেট্রিক টন বোরো ধান উৎপাদিত হয়েছে[4]। আমন ধান উৎপাদিত হয়েছে, ৫৮.৭৬ লাখ হেক্টর জমিতে ১.৫৩ কোটি মেট্রিক টন,

> খাদ্য শস্য উৎপাদনের হিসাব করলে দেখা যায়, ২০০৬ সালে ২ কোটি ৬১ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়েছিল, যা ২০১৮-১৯ সালে বেড়ে হয়েছে ৪ কোটি ৩২ লাখ মেট্রিক টন। বারো বছরে বেড়েছে দুই-তৃতীয়াংশ ।

যা ২০১৭-১৮ বছরের তুলনায় ৯.৬% বৃদ্ধি পেয়েছে[৫]। আউশ ধান ২০১৮-১৯ সালে ২৯.২ লাখ মেট্রিক টন উৎপাদিত হয়েছে, যা তার আগের বছরের তুলনায় ৭.৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

[1] *45 years Agriculture Statistics of Major Crops, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) Statistics and Informatics Division (SID) Ministry of Planning, January 2018.*
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/45%20years%20Major%20Crops.pdf

[2] *বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট: http://www.knowledgebank-brri.org/riceinban.php*

[3] *45 years Agriculture Statistics of Major Crops, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) Statistics and Informatics Division (SID) Ministry of Planning, January 2018.*
http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/45%20years%20Major%20Crops.pdf

4 Boro production hits record 2.04cr tonnes, New Age, Staff Correspondent | Published: 00:00, Oct 01,2019;
https://www.newagebd.net/article/86207/boro-production-hits-record-204cr-tonnes

5 Rice production to hit all-time high, Daily Sun, ANM Mohibub Uz Zaman, 6 April, 2019 12:00 AM, https://www.daily-sun.com/printversion/details/383095/2019/04/06/Rice-production-to-hit-alltime-high-

ধান ছাড়াও জমিতে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মধ্যে সব্জী উৎপাদনেও কৃষকের সফলতা প্রশংসাযোগ্য। ২০০৯-১০ সালে ১কোটি ২৫ লাখ মেট্রিক টন সব্জী উৎপাদিত হয়েছিল, যা ২০১৮-১৯ সালে হয়েছে ১ কোটি ৭২ লাখ মেট্রিক টন[৬]। ধান এবং সব্জী দুটোই দেশের অভ্যন্তরীন চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে খাদ্য শস্য উৎপাদনের হিসাব করলে দেখা যায়, ২০০৬ সালে ২ কোটি ৬১ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়েছিল, যা ২০১৮-১৯ সালে বেড়ে হয়েছে ৪ কোটি ৩২ লাখ মেট্রিক টন। ১২ বছরে দুই-তৃতীয়াংশ (৬৬%) উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অর্জন কৃষকের, এ সফলতা কৃষির, এ বিজয় চিরায়ত কৃষি নির্ভর বাঙালী সমাজের।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

ডেভরেসোন্যান্স লি: - একটি বেসরকারী উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা, দেশের ৮টি বিভাগের ২৫টি জেলা থেকে একশত-একজন ধান চাষের সাথে সরাসরি যুক্ত কৃষকদের সাথে বিশদ সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে করোনাকালে বাংলাদেশের কৃষকের ও কৃষির অবস্থা জানতে নিম্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

১. কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে কোভিড-১৯ এর প্রভাব চিহ্নিত করা।
২. ধানচাষীদের পারিবারিক অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব চিহ্নিত করা।
৩. কৃষকদের সমস্যার ক্ষেত্রসমূহকে খুঁজে বেরা করা এবং কৃষির সম্ভাবনাকে বিশ্লেষণ করা।

এ গবেষণাটি মূলত গুণগত এবং পরিমানগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিচালিত হয়েছে। পরিমানগত পদ্ধতির খানা জরিপ করার ক্ষেত্রে দেশের সকল বিভাগ ছাড়াও, সকল কৃষি-পরিবেশগত অঞ্চল-যেমন, উপকূল, হাওড়, চর, পার্বত্য অঞ্চল ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে করা হয়েছে।

> গবেষণায় সরাসরি ধানচাষের সাথে জড়িত নারী, পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী, দলিত ইত্যাদি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

স্যাম্পল পরিবার চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ-ব্যক্তি, কোথাওবা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেয়া হয়েছে। উত্তরদাতা হিসেবে যারা সরাসরি ধানচাষের সাথে জড়িত এবং যাদের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব এমন কৃষককেই নেয়া হয়েছে। মোবাইল ফোনে কথা বলার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় নারী, পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী, দলিত ইত্যাদি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

[6] *Shawkat Ali, Bangladesh now self-reliant in rice, fish production; The Business Standard, 27 December, 2019, 10:00 am, Last modified: 05 February, 2020, 05:22 pm. https://tbsnews.net/economy/agriculture/bangladesh-now-self-reliant-rice-fish-production-32223*

৩. গবেষণার ফলাফল

৩.১ কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

গবেষণায় দেখা গেছে যে (চিত্র-১ অনুযায়ী) প্রায় এক চতুর্থাংশ কৃষক পরিবারের বার্ষিক আয় ১ লাখ টাকার নীচে, এক তৃতীয়াংশের আয় ১ থেকে দেড়-লাখ টাকার মধ্যে, এক চতুর্থাংশের কম কৃষক পরিবারের বাষিক আয় দেড় থেকে দুই লক্ষের মধ্যে। অথাৎ আশিভাগ পরিবারের আয় বছরে ২ লাখ টাকার নীচে আর বাকী ২০ ভাগের আয় ২ লাখ টাকার উপরে।

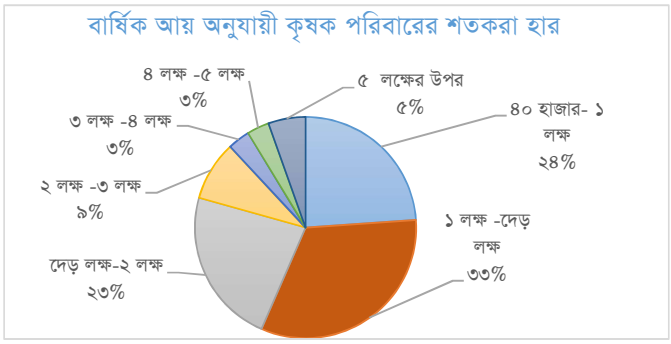

চিত্র- ১: কৃষক পরিবারের আয় সীমা

গবেষণাভূক্ত কৃষক পরিবারের পারিবারিক মাসিক গড় আয় ১৫ হাজার ৮ শত ২১ টাকা। কৃষিখাত হতে বছরে পরিবারের গড় নীট আয়ের পরিমান ১ লাখ ৭ হাজার ৫ শত টাকা। অকৃষিখাত হতে বছরে পরিবারের গড় নীট আয়ের পরিমান ৮২ হাজার ৯ শত টাকা। মোট পারিবারিক আয়ের ৫৬% আসে কৃষি খাত থেকে (চিত্র-২)।

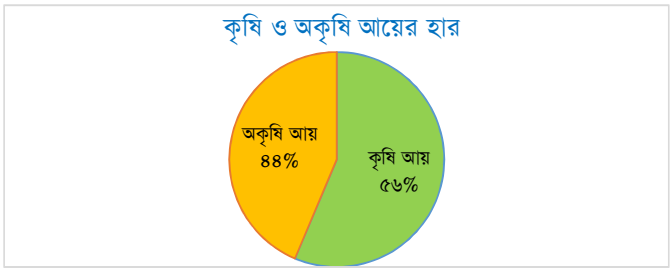

চিত্র- ২: কৃষি ও অকৃষি আয়ের শতকরা হার

> অকৃষি উৎসের উপর আয়-নির্ভরশীলতা রয়েছে তিন চতুর্থাংশ কৃষক পরিবারের।

পরিবারের মোট সদস্যদের মধ্যে উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা ৩০%। যা পরিবার প্রতি গড়ে ২ জন। আর এর মধ্যে নারী উপার্জনকারীর সংখ্যা মোট উপাজনকারীর ১৪%। (চিত্র-৩)।

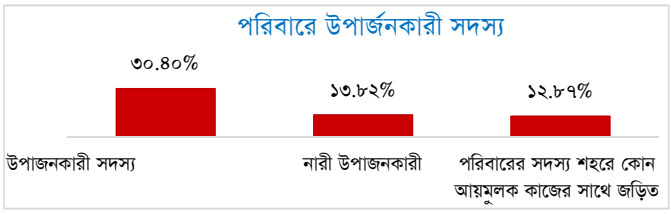

চিত্র- ৩: পরিবারের উপার্জনকারী সদস্যের হার

অকৃষি উৎসের উপর পারিবারিক আয়ের নির্ভরশীলতা রয়েছে দুই-তৃতীয়াংশ (৬৬%) কৃষক পরিবারের (চিত্র-৪)। ১৩% পরিবারের কেউনা কেউ শহরে অ-কৃষি কাজ করে পারিবারিক আয়ে ভূমিকা রাখছে।

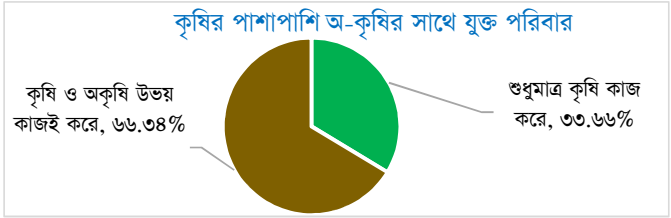

চিত্র- ৪: কৃষি ও অকৃষির সাথে পরিবারের সম্পৃক্ততা

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের বয়স ১৮ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে ৮%, ৩০-৪০ এর মধ্যে ২৮%, ৪১-৫০ মধ্যে ৩১%, ৫১-৬৫ মধ্যে ২৮% এবং বাকীরা ৬৫ বছরের বেশি বয়সী (চিত্র-৫)। জরিপকৃত কৃষক পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫ জন।

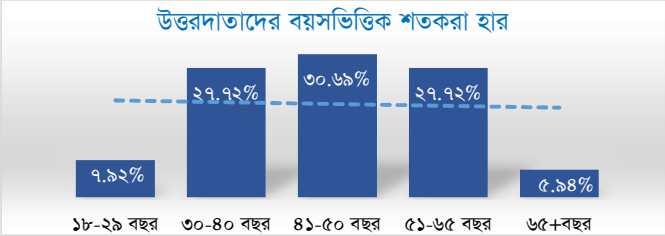

চিত্র- ৫: উত্তরদাতাদের বয়স

৩.২ কৃষিজমি ও কৃষি উৎপাদন:

গবেষণার আওতাভুক্ত কৃষক পরিবারসমূহের মধ্যে ৫১ শতক থেকে ১ একর জমিতে এক চতুর্থাংশের বেশি (২৭%) পরিবার, ১ থেকে ২ একর পর্যন্ত জমিতে এক তৃতীয়াংশ (৩২%), ২ থেকে ৩ একর পর্যন্ত জমিতে ১৫%, ৩ থেকে ৫ একর পর্যন্ত ১৭%, ৫ একরের বেশি জমিতে ৮% পরিবার এবং মাত্র ২% কৃষক পরিবার ৫০ শতকেরও কম জমিতে কৃষি চাষাবাদ করেন।

> মোট কৃষি জমির দুই-তৃতীয়াংশ কৃষকের নিজস্ব জমি, বাকীটা বর্গা, লীজ বা হারি হিসেবে নেন। কৃষকরা ধান চাষ করেনও প্রায় একই পরিমান জমিতে।

মোট কৃষি জমির দুই-তৃতীয়াংশ (৬৬%) নিজস্ব জমি, আর বাকী এক অংশ (৩৪%) জমি তারা বর্গা, লীজ বা হারি হিসেবে অন্য কারো নিকট থেকে ফসল ভাগাভাগি বা টাকার বিনিময়ে নিয়ে থাকেন। মোট কৃষকের অর্ধেকের বেশি (৫১%) কৃষি উৎপাদনের জন্য অন্যের নিকট থেকে এ বর্গা/হারি/লীজ নেন। মোট কৃষক পরিবারের ৭% এর নিজস্ব কোন কৃষি জমি নেই, তারা পুরোটাই বর্গার উপর নির্ভরশীল (সারণী-২)।

সারণী ২: কৃষিজমির ধরণ ও ব্যবহার অনুযায়ী কৃষি পরিবারের শতকরা হার

ব্যবহায কৃষিজমি জমির পরিমান	নিজস্ব জমি ব্যবহারকারী	বর্গা/হারি নিয়ে চাষাবাদকারী	মোট কৃষি জমি ব্যবহারকারী পরিবার	ধান চাষের জন্য জমি ব্যবহারকারী
১০-৫০ শতক	১৬.৩৩	৯.৪৭	১.৯৮	৮.৯১
৫১-১০০ শতক	২৬.৫৩	১২.৬৩	২৬.৭৩	৩৭.৬৩
১০১-১৫০শতক	১৪.২৯	৫.২৬	১৫.৮৫	১৭.৮২
১৫১-২০০ শতক	১৬.৩৩	৬.৩২	১৫.৮৪	১৫.৮৪
২০১-৩০০ শতক	১০.২	৭.৩৭	১৪.৮৫	৬.৯৩
৩০০ -৫০০ শতক	৫.১	৭.৩৭	১৬.৮৩	৯.৯
৫০০ শতকের বেশি	৪.০৮	২.১১	৭.৯২	২.৯৭
নিজস্ব/ বগা কৃষি জমি নেই	৭.১৪	৪৯.৪৭	০	০

মোট কৃষি জমির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৫%) জমিতে গবেষণাভুক্ত কৃষকরা ধান চাষ করেন। মোট কৃষকের এক-তৃতীয়াংশের বেশি (৩৮%) কৃষক '৫১ শতক থেকে ১ একর জমিতে ধান চাষ করে থাকেন। ১০ থেকে ৫০ শতক জমিতে ১১%, এক থেকে দেড় একর পর্যন্ত জমিতে ১৮%, দেড় থেকে ২ একর পর্যন্ত জমিতে ১৬%, ২ থেকে ৩ একর

> ধান ছাড়া কৃষকরা তাদের কৃষি-জমিতে অন্যান্য ফসলও ফলিয়ে থাকেন। জমিতে কোন না কোন সব্জীর চাষ করেন ৭৮% কৃষক । ২৬% কৃষক জমিতে পাট চাষ করেন।

পর্যন্ত জমিতে ৭%, ৩ থেকে ৫ একর পর্যন্ত ১০% এবং বাকী ৩% কৃষক ৫ একরের বেশি জমিতে ধান চাষ করে থাকেন (সারণী-২)।

আউশ, আমন ও বোরো এ তিন সিজনে ধানের উৎপাদন সমূহ বিশ্লেষন করে দেখা গেছে যে, গত বছর (২০১৯-২০২০)[৭] কৃষকরা গড়ে প্রতি শতকে ১৭ কেজি ধান উৎপাদন করেছেন। যা হেক্টর প্রতি হিসাব করলে দাড়ায় ৪.১২ মেট্রিক টন।

এসমস্ত কৃষকের মাথাপিছু গড় ধান উৎপাদনের পরিমান ছিল ২.৭৯ মেট্রিক টন। বাংলাদেশে তিন ধরণের ধানের মধ্যে বোরো ধানের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি। গবেষণাভুক্ত কৃষকদের মোট উৎপাদিত ধানের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬১%) বোরো, এক তৃতীয়াংশের বেশি (৩৬%) আমন এবং মাত্র ৩% আউশ ধান উৎপাদন করেছেন (চিত্র-৬)।

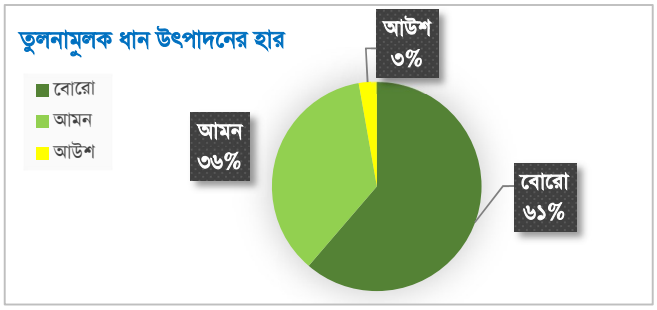

চিত্র- ৬: আউশ, আমন ও বোরো উৎপাদনের হার

ধান ছাড়া এ কৃষকরা তাদের কৃষি-জমিতে অন্যান্য ফসলও ফলিয়ে থাকেন। জমিতে কোন না কোন সব্জীর চাষ করেন ৭৮% কৃষক। ২৬% কৃষক জমিতে পাট চাষ করেন। ১২% কৃষক জমিতে মাছের চাষ করেন, প্রায় সম-পরিমান কৃষক সরিষা, ডাল এবং রসুন উৎপাদন করেন। বাদাম এবং সয়াবিন উৎপাদন করেন ১০%; ভূট্টা ৫%; আম ৪%, পিয়াজ ৪%, তিল ৩%, পান উৎপাদন করেন ৩% কৃষক এবং এছাড়াও কিছু কৃষক তাদের জমিতে অন্যান্য ফল ও ফুলেরও চাষ করে থাকেন। তবে ১২% কৃষক ধানছাড়া অন্য কোন কৃষিজ্ কাজে তাদের জমি ব্যবহার করেননা (চিত্র-৭)।

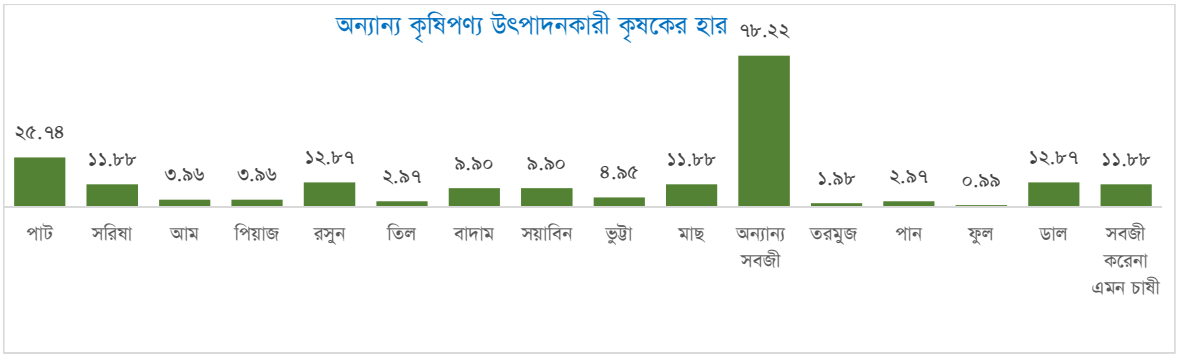

চিত্র- ৭: ধান ছাড়া, জমিতে ফলনশীল অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী কৃষকের হার

৩.৩ করোনাপূর্বকালে কৃষকের সমস্যা:

যুগ যুগ ধরে কৃষকের সমস্যা কি ছিল? উৎপাদন উপকরণে মালিকানার অভাব। ভাল বীজের নিশ্চয়তা নেই, ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া আর সার, কীটনাশক, বীজের দাম বেশি। তার সাথে ছিল গ্রীস্ম মৌসুমে সেচের পানির অভাব আর প্রাকৃতিক দূর্যোগ। আজও সে সমস্যার কতটুকু সমাধান হয়েছে? এ গবেষণায় দেখা গেছে কৃষকের এ দৈনন্দিন সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। উপরন্তু, কোন কোন অঞ্চলে মৌসুমে কৃষি শ্রমিকের অভাব দেখা দিচ্ছে। বেড়েছে ধানের বিভিন্ন রোগ। হাইব্রীড জাতের আবির্ভাবে কৃষক হারিয়েছে তার নিজের নিকট সংরক্ষণ করার মতো আদি দেশি-জাতের বীজ। জমিদার বা গাতিদারদের স্থলে মিল-মালিক বা বাজারের বড় ব্যবসায়িরা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষক ও ক্রেতার মাঝখানে যে অসম লভ্যাংশ বন্টনের দেয়াল তুলে রেখেছিল তা অদ্যাবধি অবিচল।

[৭] ২০১৯ সালের এপ্রিলে বোরো কাটার হিসাব নেয়া হয়েছে।

এ গবেষণায় দেখা গেছে যে, সচরাচর কৃষকরা তাদের কৃষিপণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করে থাকেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- প্রাকৃতিক বৈরিতা। যদিও গতবছর দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে ভাল আবহাওয়ার কারণে কৃষকরা অন্যান্য বছরের তুলনায় ভাল ফলন পেয়েছেন। তথাপি কোন কোন অঞ্চলে ধান কাটার সময়ে হঠাৎ বৃষ্টি বা বন্যা হয়েছে, আর ২২% কৃষক এটাকে তাদের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এদের মধ্যে ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের কৃষকদের কাছে এ সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি, যথাক্রমে ৮০% ও ৫৪%। এছাড়া বন্যা, শিলাবৃষ্টি, অতি-কুয়াশার মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগগুলিকে ১৯% কৃষক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এদের মধ্যে ঢাকা ও সিলেট বিভাগের কৃষকরা এ সমস্যার বেশি মোকাবিলা করেছেন, যথাক্রমে ৮০% ও ৬৭%।

সঞ্জীব চন্দ্র দাশ, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

"বাজারে ন্যায্য মূল্য পায়নি। ধানের যখন বাজার চড়া- তখন আমার ঘরে আর ধান নেই। লাভের আশায় আবাদ করতে গেলাম, লাভই তো পাইলামনা।"

আবার ১২% কৃষক যারা সবজী চাষী, তারা বলেছেন অতি-বৃষ্টির ফলে সবজী খেতে পানি জমে যাওয়ায় সবজী নষ্ট হয়েছে। এছাড়া ২% কৃষক জানিয়েছেন, ধান শুকানোর সময় অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে তাদের ধান নষ্ট হয়েছে। (চিত্র-৮)

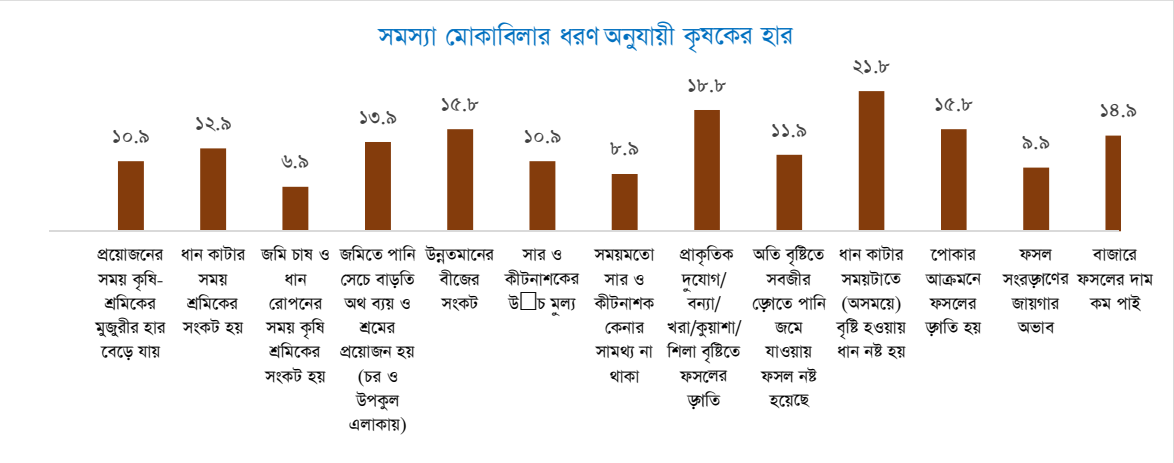

চিত্র- ৮: কৃষি ও কৃষকের বিদ্যমান সমস্যার ধরণ

কৃষি উপকরণের একটি গুরুত্বপূণ অনুসংগ হলো বীজ। উন্নতমানের বীজের সংকটকে একটি গুরুর্ত্বপূণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ১৬% কৃষক। এ সমস্যাটি সবচেয়ে বেশি মোকাবিলা করছেন রাজশাহী বিভাগের ৫৪% এবং চট্টগ্রামের ৩৯% কৃষক। এছাড়া, সার ও কীটনাশকের উচ্চমূল্য এবং মানসম্মত সার ও কীটনাশকের অভাব বোধ করেছেন ১২% এবং সময়মতো সার ও কীটনাশক কেনার সামর্থ্য না থাকার সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন ৯% কৃষক।

যথাসময়ে শ্রমিকের প্রাপ্যতা ও সহজলভ্যতা কৃষকের আর একটি বড় চিন্তার কারণ। বিশেষ করে ধান কাটার সময়ে শ্রমিক সংকটে ভূগে থাকেন; ১৩% কৃষক এটিকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ধানকাটার শ্রমিকের মজুরী মূল্য বেড়ে গিয়েছিল বলেছেন আরো ১১% কৃষক। জমি চাষ ও ধান রোপনের সময় শ্রমিক সংকটের মোকাবিলা করেছেন ৭% কৃষক। এছাড়া কোন কোন এলাকায় সেচের পানির সংকট, জমি চাষের জন্য ট্রাক্টরের অপ্রতুলতা ইত্যাদি সমস্যাকেও তারা এ গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করেছেন।

ফসল কাটতে পারলেই কৃষকের কাজ শেষ হয়না, এরপর শুরু হয় সেই ফসল মাড়াই করা, রোদে শুকানো, সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং শেষে বাজারে তা বিক্রি করা। ১৫% কৃষক বলেছেন তারা গত বছর ফসলের ন্যায্য মূল্য পাননি, ১০% কৃষক বলেছেন তাদের ফসল সংরক্ষণের জায়গার অভাব ছিল।

উল্লেখিত সমস্যাগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে সরল মনে হলেও এসব সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপকতা অনেক। আমাদের রয়েছে কাঠামোগত অনেক সীমাবদ্ধতা- যেমন, বর্গাচাষী যারা আছেন তাদের উৎপাদিত ফসলের বন্টন ব্যবস্থার ত্রুটি, বীজের জন্য কৃষকের বাজারের প্রতি নির্ভরশীলতা, ফসল সংরক্ষণে প্রযুক্তির অভাব, পুজির সংকট ইত্যাদি। এরকম হাজারো কারণে আমাদের কৃষক দিশেহারা। আর এর সাথে এখন গোদের উপর বিষফোড়ার মতো যুক্ত হয়েছে করোনাকালীন অর্থনেতিক অচলাবস্থা।

৩.৪ করোনাকালে কৃষকের ক্ষতি:

৩.৪.১ কৃষি ক্ষতি:

এ গবেষণার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়েছে, করোনার লকডাউনের ফলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন, ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে তাদের কোন ধরণের ক্ষতি হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, ধানচাষী কৃষকদের একটি বড় অংশের

> ধানের ক্ষেতে এ মুহূর্তে করোনার প্রভাব খুব বেশি না থাকলেও কৃষির অন্য ক্ষেত্র যেমন, সবজী, ফল, ফুল, মাছ, গবাদীপশু-পাখি ইত্যাদি চাষাবাদ বা পালনে করেনাকালের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ৯০% কৃষক বলেছেন করোনার কারণে তাদের কৃষি ক্ষতির মুখে পড়েছে।

এখন বোরো ধান কাটার মূহুর্ত এসময় ধান চাষীদের জন্য প্রয়োজন কৃষি শ্রমিকের সরবারহ। এ মুহূর্তে কৃষক কোন প্রাকৃতিক বৈরিতার মুখোমুখি নয়। চমৎকার আবহাওয়া, এমনকি তুলনামূলকভাবে গতবছরের তুলনায় দেশের কোন কোন অঞ্চলে ধানের ফলন ভালো হয়েছে। করোনার জন্য জাতীয় ছুটি ঘোষণা করায় শহরের শ্রমজীবি মানুষের একটি বড় অংশ গ্রামে অবস্থান করছেন। কৃষকরা আশা করছেন এরফলে গ্রামের অভ্যন্তরে কৃষি শ্রমিক এবার সহজলভ্য হবে। অবশ্য কোন কোন জেলায় মৌসুমী শ্রমিকের সংকট তৈরি হয়েছে বলে ধানচাষীরা বলেছেন। ফলে ধানের ক্ষেতে এ মুহূর্তে করোনার প্রভাব খুব বেশি না থাকলেও কৃষির অন্য ক্ষেত্র যেমন, সবজী, ফল, ফুল, মাছ, গবাদীপশু-পাখি ইত্যাদি চাষাবাদ বা পালনে করেনাকালের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ৯০% কৃষক বলেছেন করোনার কারণে তাদের কৃষি ক্ষতির মুখে পড়েছে।

শংকর ব্যানার্জী, কৃষক, বাঘার পাড়া, যশোর।

'করোনা কারনে আমার শাক-সব্জী আমি বাজারে নিতে পারছিনা। এই করোনার লকডাউন যদি আরো দীর্ঘ হয়, তা হলে তো আমাদের মতো ছোট খাটো কৃষকদের না খেয়ে থাকতে হবে। শাক-সব্জী বাজারে নিতে না পারলে একদম ফকির হয়ে যাব।

এ গবেষণায় কৃষকরা কয়েকটি তাৎক্ষনিক সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। ৭৮% কৃষক তাদের উৎপাদিত সব্জী, মাছ, দুধ, ডিম, এমনকি পোল্ট্রি বাজারজাত করতে সমস্যায় পড়েছেন। পরিবহন ও হাট-বাজার সীমিত হওয়ায়, খুব কমই বাজারে নিতে পারছেন। ৩৮% কৃষক বলেছেন বাজরে যতটুকু কৃষিপণ্য যাচ্ছে, তার সঠিক দামও পাচ্ছেননা এমনকি বিক্রিও হচ্ছেনা। বেগুন, শসা, শিম ও আলুর মতো সবজী বিক্রিতে কৃষককে সবচেয়ে বেশি

> কৃষকরা আশংকা করছেন, পণ্য পরিবহণ ও হাট-বাজার সীমিত হওয়ায়, কৃষি উপকরণ সমূহের মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের ক্রয় সামর্থ্য ও সুযোগও কমে যাবে।

লোকসানগুনতে হয়েছে। বেগুন ও শসা ৫ টাকা কেজি দরে, টমেটো ৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন অনেক কৃষক। এমনকি বিক্রি না করতে পেরে, সব্জীকে পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করছেন অনেকে। অনেকে আবার ক্ষেতেই ফেলে এসেছেন।

এ গবেষণায় করোনার কারণে সৃষ্ট আথিক অচলাবস্থায় কৃষকের বর্তমান আর্থিক ক্ষতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এখন পর্যন্ত পরিবার প্রতি কৃষিতে ক্ষতির পরিমান ১৯ হাজার ৮ শত ৫৩ টাকা, যা তাদের পরিবারের বার্ষিক আয়ের ১০.৫%। এছাড়া, সম্ভাব্য ক্ষতির ক্ষেত্র সমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, বাজার এবং পন্য-সরবরাহ বা যোগাযোগ ব্যবস্থা পূর্ণরূপে সচল হতে যদি আরো ৩-৪ মাস সময় লাগে, তাহলে শুধুমাত্র কৃষিখাতে পরিবার প্রতি সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমান দাড়াবে গড়ে ৭৩ হাজার ১শত টাকা, যা তাদের পরিবারের বার্ষিক আয়ের ৩৯%।

হাট-বাজার বন্ধ থাকায় এমুহুর্তে কৃষি ব্যবস্থাপনা চেইন পূর্ণরুপে কাজ করছেনা। এ অবস্থায় একদিকে যেমন উৎপাদিত পণ্যের বাজরজাতকরণে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, অপরদিকে উৎপাদন উপকরণ যেমন-বীজ, গো-খাদ্য, সার, কীটনাশক ইত্যাদির প্রাপ্যতাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কৃষকরা আশংকা করছেন, পণ্য পরিবহণ ও হাট-বাজার সীমিত হওয়ায়, কৃষি উপকরণ সমূহের মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের ক্রয় সামর্থ্য ও সুযোগও কমে যাবে। করোনাকালের প্রভাব কৃষকের সাথে সাথে অন্য পেশাজীবিদের জীবিকার ক্ষেত্রগুলিতে যে সংকট তৈরি করবে, তার ফলে স্থানীয় বাজারে কৃষি পন্যের চাহিদা কমবে, ফলে দামও কমে যেতে পারে।

মোঃ জাকন মোহাম্মদ, কৃষক, দিরাই, সুনামগঞ্জ

করোনাইতো আমরারে মহা বিফদো ফালাইছে, আমরার একটা চায়ের দোকান আছিল, দোকানডা খুলতাম ফারি না। দোকান খুলতাম না ফারলে নগদ ট্যাকা খই পামু। খালি কি ভাত খাইয়া থাকা যাইবোনি।"

৩.৪.২ কৃষকের অকৃষি-ক্ষতি:

আমরা আগেই দেখেছি, গবেষণাভূক্ত কৃষি পরিবারের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি (৬৭%) বিভিন্ন ধরণের অ-কৃষি পেশার সাথে যুক্ত। তাদের আয়ের ৪৩% আসে অ-কৃষিখাত থেকে। অকৃষিখাত হতে পারিবারিক আয়ের উপর করোনার প্রভাব পড়েছে তীব্রভাবে।

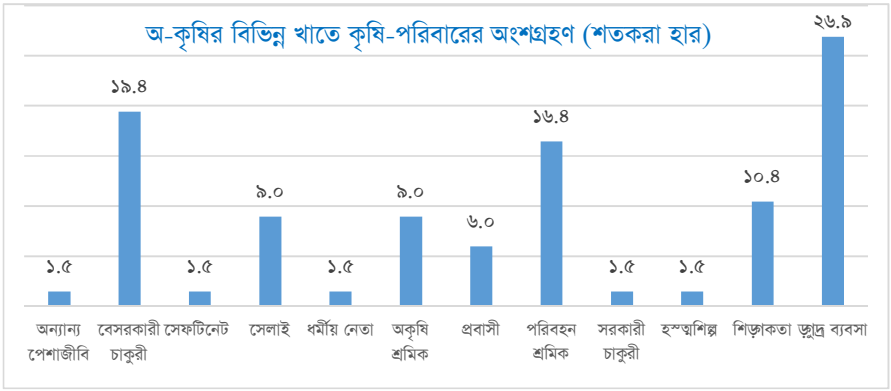

চিত্র- ৯: অকৃষি আয়ের উৎস সমূহ

এ কৃষি পরিবারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিবার (২৭%) নানারকম ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যায় আছে বেসরকারী বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী হিসেবে যুক্ত আছেন ১৯%, আর তৃতীয় সর্বোচ্চ সেক্টর হিসেবে পরিবহণ কেন্দ্রিক শ্রমের সাথে যুক্ত আছে ১৬% পরিবার। এছাড়া অ-কৃষি শ্রমিক, শিক্ষকতা, প্রবাসী আয় ও অন্যান্য পেশার আয় দিয়ে পরিবারের খরচ নির্বাহ হয় (চিত্র-৯)।

গবেষণাভূক্ত কৃষক পরিবারের ১৩% পরিবারের কেউনা কেউ দেশের রাজধানী ও বিভাগীয় শহরে অ-কৃষি কাজ করে পারিবারিক আয়ে ভূমিকা রাখছে। এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বেশি (৩৮%) নানা রকম ক্ষুদ্র ব্যবসা যেমন-চায়ের দোকান, মুদী দোকান, হোটেল ব্যবসার সাথে জড়িত।

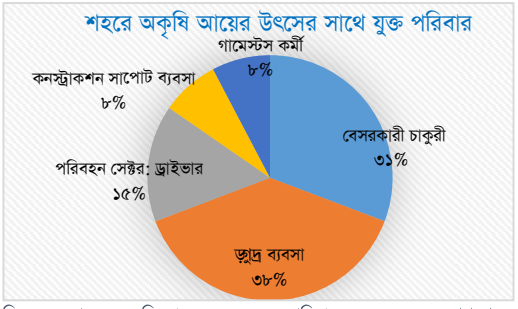

চিত্র- ১০: শহরে অকৃষি আয়ের ক্ষেত্রসমূহে পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণ

এক তৃতীয়াংশের কম (৩১%) বিভিন্ন বেসরকারী বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, সিএনজি বা এ ধরণের পরিবহন চালক আছেন ১৫% । এছাড়া বাকীরা গার্মেন্টস্ কর্মী বা নির্মাণ কাজে সাব-ঠিকাদারী কাজের সাথে জড়িত । (চিত্র-৯)

পরিবারের অকৃষির সাথে যুক্ত সদস্যরা বেশিরভাগই কর্মস্থলে যেতে পারছেনা । সিএনজি, অটো-রিক্সা, ভ্যান-রিক্সা চালকরা রাস্তায় বের হতে পারছেনা । ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে একরকম বেচা-কেনা নেই । গ্রামে টিউশনী বন্ধ হয়ে গেছে । এমনকি পরিবারের প্রবাসী সদস্যরাও দেশে টাকা পাঠাতে পারছেনা । এ অবস্থায় কেউ কেউ সঞ্চয় ভেঙেছেন, কেউবা নির্ভর করছেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধার-দেনার উপর ।

> ফসলের বীজ, সার, শ্রমিকের যোগানের মতো বিষয়গুরিতে নগদ টাকার যে চাহিদা, তা পূরণ হয় কৃষক পরিবারের সদস্যদের অকৃষি আয় থেকে । তাই কৃষকদের অ-কৃষি উৎস থেকে আয় না হওয়ার প্রভাব মধ্য-মেয়াদে কৃষকের ফসলের মাঠে পড়তে বাধ্য ।

অত্র গবেষণায় কৃষকের সম্ভাব্য অকৃষি-ক্ষতির ক্ষেত্র সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে । গত ৩০ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত কৃষক পরিবারের নিজস্ব হিসাব অনুযায়ী গড় অকৃষি ক্ষতির পরিমান, পরিবার প্রতি ৭ হাজার ৩ শত টাকা । এটাকে যদি শুধু অকৃষির সাথে যুক্ত কৃষি-পরিবারগুলোর মধ্যে বিবেচনা করি তাহলে দাঁড়ায় পরিবার প্রতি গড় অকৃষি-ক্ষতির পরিমান ১০ হাজার ৪ শত টাকা ।

যদি দেশের অর্থনীতির গতি পূর্ণরূপে সচল হতে আরো ৩-৪ মাস সময় লাগে, তাহলে পরিবার প্রতি অ-কৃষির সম্ভাব্য ক্ষতি হবে ২০ হাজার ৪ শত টাকা, যা তাদের পরিবারের বার্ষিক আয়ের ১৯% । এটাকে যদি শুধু অকৃষির সাথে যুক্ত কৃষি-পরিবারগুলির মধ্যে বিবেচনা করি তাহলে পরিবার প্রতি গড় অকৃষি-ক্ষতির পরিমান দাঁড়াবে ২৫ হাজার ৮ শত টাকা ।

মোঃ গোলাম মোস্তফা, কৃষক, বিরল, দিনাজপুর ।

'মনে হচ্ছে সামনে অবস্থা খুব খারাপ হবি। করোনা বাড়লি পরে কাজের জন্য কামলা পাওয়া যাবিনা, জমিতে চাষাবাদ করতি পারবোনানে। তখন নিজে যত টুকু পারি চাষাবাদ করবো- নিজেদেরতো খাতি-পরি থাকতি হবে।

> করোনার কারণে, কৃষি ও অকৃষি মিলিয়ে ইতোমধ্যে কৃষক পরিবারের মোট বার্ষিক আয়ের ১৪% ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । পরিবার প্রতি গড় ক্ষতির পরিমান ২৬ হাজার ৭ শত টাকা ।

এছাড়া ফসলের বীজ, সার, শ্রমিকের যোগানের মতো বিষয়গুলোতে নগদ টাকার যে চাহিদা, তা পূরণ হয় কৃষক পরিবারের সদস্যদের অকৃষি আয় থেকে । তাই কৃষকদের অ-কৃষি উৎস থেকে আয় না হওয়ার প্রভাব মধ্য-মেয়াদে কৃষকের ফসলের মাঠে পড়তে বাধ্য ।

করোনার কারণে কৃষি ও অকৃষি মিলে ইতোমধ্যে কৃষক পরিবারের মোট বার্ষিক আয়ের ১৪% ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । পরিবার প্রতি গড় ক্ষতির পরিমান ২৬ হাজার ৭ শত টাকা । আর করোনাকাল শেষে জীবন-যাত্রা স্বাভাবিক হতে যদি আরো

মোঃ আব্দুল খালেক (৫৭), কৃষক, বামনা, বরগুনা

'এক একর জমিতে ধান চাষ করি। এর সাথে একটা খাবারের রেষ্টুরেন্ট চালাই। এটি চালু করতে না পারলে প্রতি মাসে ঘর মালিককে ভাড়া দিব কি করে। পরে হয়তো এ ব্যবসাটাই বাদ দিতে হবে।'

৪-৫ মাস লাগে, তাহলে এ ক্ষতির সম্ভাব্য হার দাড়াবে বার্ষিক পারিবারিক আয়ের ৪৭% । পরিবার প্রতি সম্ভাব্য গড় ক্ষতির পরিমান দাড়াবে ৮৯ হাজার ১ শত টাকা ।

৩.৫ করোনাকালে কৃষকের খোরাকী:

বাংলাদেশের নাগরিকরা প্রতিদিন মাথাপিছু ৪ শত গ্রাম পরিমান ভাত খেয়ে থাকে[৮] । কৃষকের ভাষায় খোরাকী হচ্ছে, ভাত ও ভাতের সাথে খাবার জন্য ন্যূনতম মাছ-তরকারী । গবেষণার আওতাভূক্ত কৃষকরা প্রায় সবাই নিজেদের খোরাকীর ধান/চাল নিজেরাই আংশিক বা পূর্ণভাবে উৎপাদন করে । এ বছরের (২০২০ সালের) এপ্রিলের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময়ে কৃষকের খোরাকীর মজুত, বিশেষ করে খোরাকীর ধান বা চালের মজুত কতটুকু আছে, এ গবেষণা তা খোজার চেষ্টা করেছে । দেখা গেছে যে, এক চতুর্থাংশের বেশি (২৬%) কৃষক পরিবারে ৩০ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত তাদের খোরাকীর কোন মজুত নেই, প্রায় সমপরিমান (২৭%) পরিবারে মে মাসের (মাত্র ১ মাসের) খোরাকী মজুত আছে, ১৮% পরিবারে জুন মাস পর্যন্ত (২ মাসের), ১ দশমাংশ (১০%) পরিবারে জুলাই মাস পর্যন্ত (৩ মাসের), প্রায় সমপরিমান (১১%) পরিবারে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাস পযন্ত (৪-৫মাসের) এবং বাকী এক দশমাংশ কৃষক পরিবারে ৬ মাসের বেশি সময়ের জন্য খোরাকীর ধান বা চালের মজুত আছে (চিত্র-১১) ।

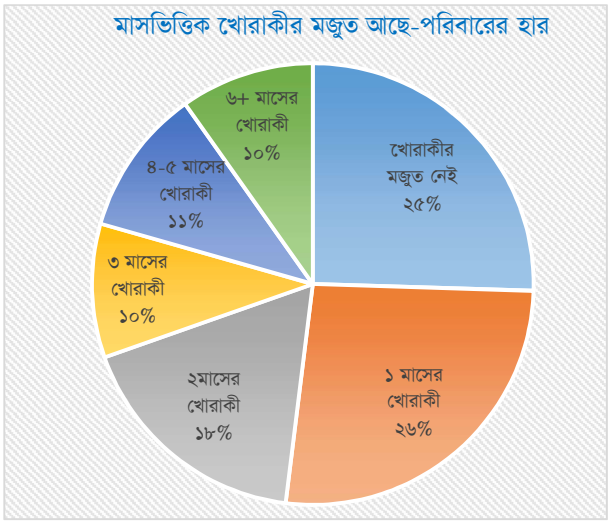

চিত্র-১১: বিভিন্ন মেয়াদে পারিবারিক খোরাকীর মজুত অবস্থা

এ কৃষক পরিবারগুলোকে বেশিরভাগই ধান ছাড়া নিত্যদিনের অন্যান্য খাবার বিশেষ করে মাংশ, মাছ, ডিম, দুধ ইত্যাদি কিনতে হয় । এ খাবারগুলো খোরাকী উদ্বৃত্ব ধান বিক্রি এবং অকৃষি খাতের আয় থেকে আসে । এটা অনুমান করা যায় যে, খোরাকীর সংকটের পাশাপাশি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে কৃষক পরিবারে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি অবস্থারও অবনতি ঘটবে ।

৩.৬ কৃষকের চাওয়া:

কৃষকের চাওয়া বিশাল কিছু নয় । সে দান বা অনুগ্রহ চায়না, চায় ন্যায্যতা । রাষ্ট্রের কাছে তার চাওয়টা খুবই সাধারণ, এমন একটা বাজার ব্যবস্থা যেখানে সে তার ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবে, পাবে ভাল মানের বীজ, কম মূল্যে সার ও কীটনাশকের যোগান । কৃষকদের অনেকেই বলেছেন, ত্রাণ বা সহায়তা হিসেবে খাবার নয়, বিনামূল্যে বা কম-মূল্যে ভাল মানের বীজ চাই । কৃষির সিজনগুলোতে যখন কৃষি উপকরণ ও শ্রমের যোগান দরকার তখন নগদ টাকার সহায়তা প্রয়োজন হয়, এসময়গুলোতে বিনাসূদে ঋণ দরকার । আর দরকার উৎপাদিত পণ্যের সমতাভিত্তিক বাজার, যেখানে লোকসান গুনতে হবেনা । পরিবহণ ও সংরক্ষণের এমন পরিবেশ থাকতে হবে, যাতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য নষ্ট না হয় ।

> রাষ্ট্রের কাছে তার চাওয়টা খুবই সাধারণ, এমন একটা বাজার ব্যবস্থা যেখানে সে ফসলের ন্যায্য মূল্য পাবে, পাবে ভাল মানের বীজ, কম মূল্যে সার, কীটনাশকের যোগান । কৃষকরা বলেছেন, ত্রাণ বা সহায়তা হিসেবে খাবার নয়, বিনামূল্যে বা কম মূল্যে ভাল বীজ চাই ।

[৮] *Food, Agriculture and Economic Situation of Bangladesh, Mohajan, Haradhan, 16 February 2013. Proceedings of 2nd International Conference on Global Sustainable Development (2nd ICGSD-2013), held on 05-06, October, 2013*

গত ৩০ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত কোনো কৃষক পরিবারে করোনা রোগী সনাক্তে এখনো কোনো পরীক্ষা করা হয়নি। এটা সুখবর যে, করোনার লক্ষণ আছে এমন কেউ নেই। কোনো কারণে এ সময়ে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে বা করোনায় আক্রান্ত হলে, কৃষক পরিবারে আরো বিপন্নতা বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। কৃষকের চাওয়া, তার পরিবারের যে কোন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিজ গ্রামে না হলেও, তার কাছাকাছি কোথাও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পাবার সুযোগটুকু যেন থাকে।

৪. করোনাকালে কৃষকের জন্য রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার এবং তার বাস্তবায়ন:

সরকার করোনা কালে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ধাক্কা সামাল দিতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ও অন্যান্য আর্থিক খাতে প্রণোদনা হিসেবে অবমুক্ত করেছেন। নগদ প্রাপ্তির সম্ভাবনায় সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ আশ্বস্ত হয়েছেন, মনে হচ্ছে। অ-কৃষি খাতের সাথে যুক্ত দুই-তৃতীয়াংশ কৃষকরা যদি এ সহায়তায় অভিগম্যতা পায় তাহলে তারা হয়তো কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারে। যদিও গবেষণাভূক্ত কৃষকরা তাদের অকৃষি-আয়ের ক্ষেত্রের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এখনো কোনো সরকারী সহায়তা পাননি বা পাবেন এমনটাও নিশ্চিত করতে পারেননি।

কৃষকের চাওয়া পূরণ- কমসূদে কৃষি-ঋণ। সরকার প্রণোদনা হিসেবে ৪% সুদে ৫ হাজার কোটি টাকার কৃষি ঋণের ঘোষনা দিয়েছেন। এটা ভালো উদ্যোগ। এরকম উদ্যোগ সাম্প্রতিক কালে আরো নেয়া হয়েছে, যেমন ২০১৯-২০ রোপা- আমন মৌসুমে বন্যার জন্য কৃষকের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার ঢাকাসহ উত্তরবঙ্গের ১০টি জেলার ৩২ হাজার ১শত ২১জন কৃষককে কমিউনিটি ভিত্তিক রোপা-আমন চারা রোপন ও বিতরণে ২ কোটি ১২ লাখ ২৬ হাজার ৫ শত টাকা সহায়তা দিয়েছে।

যদিও এসমস্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী বা আর্থিক প্রণোদনার মতো উদ্যোগগুলোর সুফল প্রকৃত প্রাপ্যজনের নিকট কতটুকু পৌঁছুতে পারে, সে ব্যাপারে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। যেমন, এ গবেষণাভূক্ত কৃষকরা কেউই সরকারী এসব সহায়তার আওতায় আসেনি। কৃষিতে সরকারের বরাদ্দ নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। যেখানে সরকার শিল্প মালিকদেরকে ২% সুদে ৭২ হাজার কোটি টাকার ঋণ দিচ্ছেন, সেখানে কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ সেক্টরের বড়-মাঝারি-প্রান্তিক সব কৃষকের জন্য, প্রায় তিনগুন কম বরাদ্দ খুবই অস্বাভাবিক ও বৈষম্যমূলক, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে।

করোনাকালে বিশেষ ব্যবস্থায় মৌসুমী শ্রমিক যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে, হাওড়ের বোরো ধান কাটার ব্যবস্থা প্রশংসনীয়। এটার সাথে সাথে, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আধা-সামরিক বা সামরিক বাহিনীর ব্যারাকে থাকা সদস্যদের করোনাযুদ্ধে রাস্তায় টহলে না রেখে, গ্রামে ধান কাটা এবং ধান লাগানোর মৌসুমে কৃষককে সহায়তা করতে উদ্যোগী করা যেতে পারে।

সরকার আকস্মিক বন্যা-প্রবণ হাওড় ও নিচু-জমির এলাকা গুলোতে শ্রমিক সংকট মোকাবিলায় এবং কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের অংশ হিসেবে ১০ কোটি টাকার ১২শত ধান কাটা ও মাড়াই যন্ত্র কৃষকদের নিকট বিতরণ করেছেন। যার ক্রয়মূল্যের ৭০% কৃষকরা পরিশোধ করবে। প্রথমত, প্রয়োজনের তুলনায় এ সংখ্যা খুবই কম। দ্বিতীয়ত, যেখানে দেশের বেশিরভাগ কৃষক কম পুঁজি নিয়েই কৃষি কাজ করেন, সেখানে যন্ত্র কেনার ৭০% টাকা যোগাড় করার সামর্থ্য তাদের নেই। ফলে এ ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতির সুফল দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের হাতের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। অপরদিকে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের নামে বিদেশ থেকে কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানী করার প্রবণতাও কমাতে হবে। আমাদের একথা ভূলে গেলে চলবেনা যে, আমাদের দেশে ভূমিতে উপস্থিত ছোট জোত বা জমির কৃষকরাই কৃষিকে আগলে রেখেছেন। জমিতে কৃষকের উপস্থিতিই আমাদের কৃষির প্রানশক্তি। এই ছোট জোতগুলো বড় ও ভারী কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুপযোগী। এটা দেশীয় কৃষির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবেনা বরং তা ক্রয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়

> আমাদের দেশে ভূমিতে উপস্থিত ছোট জোতের কৃষকরাই কৃষিকে আগলে রেখেছেন। এই ছোট জোতগুলি বড় ও ভারী কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুপযোগী।

ঘটবে। যান্ত্রিকীকরণের জন্য তাই প্রয়োজন হাতে বহনযোগ্য বা ছোট আকারের যন্ত্রপাতি। আমাদের দেশেই সেটা বানানো সম্ভব। এক্ষেত্রে দেশীয় নতুন উদ্ভাবনীকে স্বাগত জানাতে সরকারী বিনিয়োগ বা বরাদ্দ দরকার।

কৃষকের জন্য সিজনের শুরুতেই উন্নতমানের বীজ ও সার সরবরাহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অংশ হলে, কিছু প্রান্তিক কৃষক এসময় হালে পানি পেতে পারে। ভাল-মানের বীজের জন্য প্রয়োজনে গ্রামে-গ্রামে বীজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যেখানে কৃষকরা উন্নতমানের বীজ সংরক্ষণ করতে পারবে এবং বীজ ব্যাংক থেকে পর্যাপ্ত ভালমানের বীজ সহায়তাও পাবে।

করোনা মোকাবিলায় রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য খাতের প্রস্তুতিহীনতা ও সমন্বয়হীনতা পুরো জাতিকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। এখনি স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে কৃষি ও কৃষকের ঘনত্ব বিবেচনায় কৃষি-গ্রাম চিহ্নিত ও অগ্রাধিকার তালিকা করা দরকার। সংশ্লিষ্ট কৃষিগ্রামগুলোতে দ্রুত করোনা-পরীক্ষা করতে স্বাস্থ্য বিভাগকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে। এরপর করোনা বা স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলায় গ্রামের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, গ্রামভিত্তিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। লকডাউন অবস্থার পরে, সমাজভিত্তিক স্বাস্থ্য ও কৃষি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হলে, তা হবে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত।

কৃষকের জন্য সিজনের শুরুতেই উন্নতমানের বীজ ও সার সরবরাহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অংশ হলে, কিছু প্রান্তিক কৃষক এসময় হালে পানি পেতে পারে। ভাল-মানের বীজের জন্য প্রয়োজনে গ্রামে-গ্রামে বীজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

ধান ছাড়া অন্যান্য কৃষিপণ্য বিশেষ করে পচনশীল কৃষিপন্য, বিশেষ করে সব্জীর সংরক্ষণ ব্যবস্থার অতি দ্রুত উন্নত করতে হবে। খাদ্য, বিশেষ করে ফল ও সবজী প্রক্রিয়াজাতকরণেও বিশেষ নজর দিতে হবে। এজন্য নতুন প্রযুক্তি, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

সব্জী, ফলসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদন পরবর্তী বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দেশীয় বাজার ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন করতে হবে। এজন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণে নীতি-কাঠামোগত সংস্কারও জরুরী।

করোনা বা স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলায় গ্রামের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গ্রামভিত্তিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। সমাজভিত্তিক স্বাস্থ্য ও কৃষি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হলে, তা হবে টেকসই উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত।

বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনা মহামারীর কারণে আগামী এক বছরের মতো বিশ্বব্যাপী একধরণের অর্থনৈতিক অচলাবস্থা বিরাজ করবে। এসময় বিদেশী ক্রয়াদেশ পাওয়ার উপর নির্ভরশীল পোশাক এবং অন্যান্য রপ্তানীযোগ্য শিল্প বা পণ্যের কি অবস্থা হবে তা এখনো আমরা জানিনা। কিন্তু আমরা এটা জানি যে, আমাদের কৃষক ঠিকই উৎপাদনে যাবে। তার উৎপাদন বন্ধ থাকবেনা। আমাদের এ শক্তি ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে, বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয়ার এটাই সময়।

এমুহূর্তে, বিদেশের বাজারে আমাদের কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে রপ্তানীযোগ্য কৃষিপণ্যের বৈশ্বিক সম্ভাবনার সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে, দ্রুততম সময়ে ব্যাপকভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ দরকার। দেশব্যাপী বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদনকারী পর্যাপ্ত সংখ্যক কৃষককে এ প্রক্রিয়ায় অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। কৃষিপণ্যের সরবরাহ চেইনকে এমনভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে আর্ন্তজাতিক বাজারে খাদ্য ঘাটতি ও এর অতি-চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারি। তাহলে, করোনাকালে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের যে ব্যাপক ব্যয়, তার অনেকটাই কৃষি যেমন পুষিয়ে দিতে সক্ষম হবে, তেমনি কৃষি অর্থনীতির এক বিশাল সম্ভাবনার দ্বারও উম্মোচিত হবে।

৫. পরিশেষ:

কৃষক শুধু জমিতে ধান রোপন করেনা, সে বপন করে তার স্বপ্ন। সে শুধু ফসল তুলে গুছিয়ে রাখেনা, সে আসলে থরে-থরে সাজায় তার সফলতাকে। কৃষানী নতুন ধানের চাল যখন রান্না করে, তখন সে শুধু রাধুনী নয়, সে তখন পরম মমতায় উপভোগ করে সংসারের সুখ। পরিবার খুঁজে পায় নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা ও শক্তি। এগুলোর আর্থিক মূল্য বিশ্লেষণ করার সাধ্য আমাদের নেই। করোনাকালের যুদ্ধে কৃষকের খুব সচেতন স্বাস্থ্য চিন্তা নেই, নেই মৃত্যুভয়।

করোনা সারা বিশ্বের জন্য এক লম্বা দূ:সময় বয়ে নিয়ে এলেও, বাংলার প্রাচীনতম কৃষি সমাজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কৃষি-রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের উপস্থিতি জানান দেয়ার এক বিশাল সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এমনি চিন্তা, বৃটিশপূর্ব উপমহাদেশেও তা লক্ষণীয় ছিল। তখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়েছে। পাশের ময়দানে চলছে রণসজ্জা আর কৃষক জমি চাষ করার জন্য সাজাচ্ছেন তার লাঙল। জয়ী ও পরাজিতপক্ষ কেউ কৃষকের লাঙল চালনায় হস্তক্ষেপ করেনি। নির্ভয় কৃষক তখনো ছিল, আজও সে তার উত্তরাধিকার বহন করছে। এদেশের কৃষি আর কৃষক, পৃথিবীর অন্যরাষ্ট্র ও সমাজ থেকে ভিন্নতর। করোনাযুদ্ধ তাই যতটা না বাংলার কৃষকের, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি রাষ্ট্রের। কৃষকের ফসল ফলানোর নিরন্তর যুদ্ধে, রাষ্ট্রকেই নিজ দায়িত্বে কৃষকের সাথে শরিক হতে হবে। কৃষকের যুদ্ধকে নিরাপদ ও লাভজনক করার উপায় বের করতে হবে।

করোনা সারা বিশ্বের জন্য এক লম্বা দূ:সময় বয়ে নিয়ে এসেছে ঠিকই, তবে বাংলার প্রাচীনতম কৃষি সমাজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর মাধ্যমে কৃষি-রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের উপস্থিতি জানান দেয়ার এক বিশাল সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন জাতীয় নেতৃত্ব যদি কৃষি বিষয়ে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন, তাহলে করোনা পরবর্তী পৃথিবীতে বাংলাদেশের শক্তিশালী অর্থনেতিক অবস্থান তৈরি যে সময়ের ব্যাপার তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

তথ্যপঞ্জী:

১. 45 years Agriculture Statistics of Major Crops, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) Statistics and Informatics Division (SID) Ministry of Planning, January 2018. http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/45%20years%20Major%20Crops.pdf

২. 45 years Agriculture Statistics of Major Crops, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) Statistics and Informatics Division (SID) Ministry of Planning, January 2018. http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/16d38ef2_2163_4252_a28b_e65f60dab8a9/45%20years%20Major%20Crops.pdf

৩. Boro production hits record 2.04cr tonnes, New Age, Staff Correspondent | Published: 00:00, Oct 01,2019; https://www.newagebd.net/article/86207/boro-production-hits-record-204cr-tonnes

৪. Rice production to hit all-time high, Daily Sun, ANM Mohibub Uz Zaman, 6 April, 2019 12:00 AM, https://www.daily-sun.com/printversion/details/383095/2019/04/06/Rice-production-to-hit-alltime-high-

৫. Shawkat Ali, Bangladesh now self-reliant in rice, fish production; The Business Standard, 27 December, 2019, 10:00 am, Last modified: 05 February, 2020, 05:22 pm. https://tbsnews.net/economy/agriculture/bangladesh-now-self-reliant-rice-fish-production-32223

৬. Food, Agriculture and Economic Situation of Bangladesh, Mohajan, Haradhan, 16 February 2013. Proceedings of 2nd International Conference